

সরকারি সেবা সুবিধা ব্যবহারে যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে মহেশখালীতে বিসিসিপি'র সচেতনতা সভা



বার্তা পরিবেশক
 মহেশখালীতে ইএমসিআরপি
 প্রকল্পের আওতায় প্রথম
 অবকাঠামো যত্নসহকারে ব্যবহারে
 ও রক্ষাবেক্ষণে স্থানীয়দের দায়িত্ব
 তুলে দেওয়া হবে এবং এ
 অবকাঠামোগুলো নিজেদের সম্পদ
 মনে করে রক্ষাবেক্ষণ করতে হবে
 বলে মতব্য করেছেন মহেশখালী
 উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী মো.
 বনি আমিন জনি। বৃহস্পতিবার

(২৩ জানুয়ারি) সকালে মহেশখালী
 উপজেলার মডেল সরকারি প্রাথমিক
 বিদ্যালয়ের হলরুমে স্থানীয় সরকার
 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের
 স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে
 জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট
 মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প
 (ইএমসিআরপি) এর উদ্যোগে
 স্থানীয়দের সরকারি সেবা সুবিধা
 ব্যবহারে যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে
 সচেতনতাপূর্ণা ২ঃ কলাম ১

সরকারি সেবা সুবিধা

সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
 তিনি বলেছেন, স্থল-কাম সাইক্লোন সেন্টার যে ভবনগুলো মহেশখালীতে
 হয়েছে এবং এর পাশাপাশি নতুন নতুন যে রাস্তা হয়েছে এছাড়াও
 মহেশখালীতে আধুনিক জেটির প্রিমান কাজ চলছে এই অবকাঠামো
 ব্যবহারে স্থানীয়দের সচেতন হতে হবে এবং এই অবকাঠামো
 রক্ষাবেক্ষণ সম্পর্কে স্থলের বাচ্চাদেরকে এবং অভিভাবকদের সচেতন
 করতে হবে। স্থলের বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাই এখন থেকেই
 তাদেরকে অবকাঠামো গুলোর যত্ন, ব্যবহার এবং রক্ষাবেক্ষণ সম্পর্কে
 জানাতে হবে। এখন থেকেই যদি আমরা বাচ্চাদেরকে দায়িত্ব নেয়া
 শিখায় তাহলে সে ভবিষ্যতে দায়িত্ব নিতে পারবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ
 সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি) এই প্রকল্পের জন্য
 যোগাযোগ ও সচেতনতা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়মিত কমিউনিটি
 ভিত্তিক নানান কার্যক্রম পরিচালিত করছে। বিসিসিপি'র ইএমসিআরপি'র
 যোগাযোগ ও সচেতনতা কার্যক্রমের বিসিসিপি'র সোশ্যাল এওয়ারেনেস
 স্পেশালিষ্ট অপরাধীতা মিছেং সভায় ইএমসিআরপি'র যোগাযোগ ও
 সচেতনতা কার্যক্রমের সার্বিক বিষয় উপস্থাপন করেন। সভায় বিশেষ
 অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা
 অফিসার শামসুল আলম। তিনি বলেন, সরকারি অবকাঠামোগুলো
 জনগণের কল্যাণের জন্য করা হয়, অবকাঠামো গুলো করার পরে যে
 এলাকায় করা হয়েছে সেই এলাকার জনগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়,
 কিন্তু আমরা সেটাকে নিজেদের মনে করতে পারিনা। তবে সেই
 অবকাঠামো নিজের মনে করতে হবে এবং রক্ষাবেক্ষণ করতে হবে।
 সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
 প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, ইউপি সদস্য, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি
 ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। বিশ্বব্যাপক অর্থায়নে বাংলাদেশ
 সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের, স্থানীয়
 সরকার বিভাগের অধীনে জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায়
 মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এর আওতায় এসব কার্যক্রম
 বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।